দক্ষিণ এশিয়ার গল্পের ট্রেইল

এই বিষয়বস্তুগুলির মাধ্যমে বাঙালি, ভারতীয় এবং পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্থানীয় সমাজের মানুষের সহযোগিতায় প্রাপ্ত ব্যক্তিগত প্রতিচ্ছবি, গবেষণা এবং স্মৃতিগুলি দেখুন।

পান করার ঝরনা

গ্র্যান্ড গ্যালারি (Grand Gallery), লেভেল 1

1880-এর দশকে ওয়াল্টার ম্যাকফারলেনের গ্লাসগো-ভিত্তিক সারাসেন ফাউন্ড্রি ঢালাই লোহা দিয়ে এই পান করার ঝরনাটি তৈরি করেছিল। 1851 সালের গ্রেট এক্সিবিশনে ভারতীয় প্যাভিলিয়ন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, এই প্রদর্শনী ভারতীয় নকশার প্রতি আগ্রহ জাগিয়েছিল যা পরবর্তী দশকগুলিতে ব্রিটিশ শিল্প ও সংস্কৃতির উপর একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল।

ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি পালাক্রমে রেলপথ, লাইট এবং ঝরনার জন্য ঢালাই লোহা ব্যবহার করতে শুরু করে। সম্ভবত পান করার ঝরনার নকশাটি ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির একটির সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারতীয় শৈল্পিক শৈলীর প্রভাব এর জটিলভাবে সজ্জিত গম্বুজ, খিলান, ফুল, গ্রিফিন এবং ক্রেনগুলির নকশার মোটিফগুলিতে দেখা যায়।

কাজলের পাত্র

***জীবনের প্যাটার্নস (Patterns of Life)* গ্যালারি, লেভেল 1**

দক্ষিণ এশিয়ার বাড়িগুলিতে কাজলের পাত্রের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে - প্রতিটি বাড়িতেই সেগুলি রয়েছে এবং মহিলারা সাজের জন্য সেগুলি ব্যবহার করে। এই পাত্রের জটিল নকশা নারীত্বের প্রতীক শক্তিশালী শিকড়যুক্ত বৃক্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়। অতীতে, মুসলিম মহিলা এবং পুরুষরা সুরক্ষামূলক এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যের পাশাপাশি তাদের চোখকে আকর্ষণীয় এবং রহস্যময় করে তুলতে স্মোকি কাজল ব্যবহার করত।

“আমরা আমাদের দাদি এবং মাদেরকে বাড়িতে কাজল বানাতে দেখেছিলাম এবং এটি পারিবারেরই একটি অংশ ছিল। এটি কেবল আঙুল বা পাতলা কাঠের সুইয়ের মাধ্যমে চোখে ব্যবহার করা হয়েছিল। বিশেষ করে নবজাতক শিশু, বর ও কনেদের কু-নজর (evil eye) থেকে রক্ষা করার জন্য কাজল ব্যবহার করা হত।”

পাকিস্তানের সিন্ধুর স্কার্ফ

***জীবনের প্যাটার্নস (Patterns of Life)* গ্যালারি, লেভেল 1**

এই স্কার্ফটিতে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মানুষের সুন্দর আয়না এবং অ্যাপ্লিক সুইয়ের কাজ ফুটে উঠেছে। এটি ভারতের পশ্চিমাঞ্চল, গুজরাট এবং রাজস্থানেও দেখা যায়। জ্যামিতিকভাবে সাজানো প্যাটার্নে যত্ন সহকারে কাটা কাপড়ের টুকরো বেস ফ্যাব্রিকে সেলাই করা হয় এবং উজ্জ্বল রঙের বেসে আয়না প্রতিফলন যোগ করে। এই ধরনের অলঙ্কার দিয়ে এমব্রয়ডারি করা পোশাকগুলি সাংস্কৃতিক উৎসবের সময় ব্যবহার করা হয়।

এই স্কার্ফ সেই সমাজের লোকদের কোনো এক রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের বিকেলে চারপাই-এর বিছানায় বসে গল্প করতে করতে এবং সুন্দর প্যাটার্ন এবং আয়না দিয়ে সেলাই করার মধুর স্মৃতি জাগিয়ে দেয়। “যতবারই আমরা আমাদের বাড়িতে সিন্ধুর স্কার্ফ দেখাই ততবারই এটি আমাদের শৈশবের গল্প, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের আগের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।”

পেসলে শাল: বুটা ডিজাইন

***ফ্যাশন এবং স্টাইল (Fashion and Style)* গ্যালারি, লেভেল 1**

পেসলি নকশা স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত টেক্সটাইল প্যাটার্নগুলির মধ্যে একটি। কিন্তু দক্ষিণ এশীয়দের কাছে এটি নম্র বুটা – নামে পরিচিত - তাঁতিদের সবচেয়ে জনপ্রিয় মোটিফ, যার উৎপত্তি কাশ্মীরের উপত্যকায়। জীবন ও উর্বরতার প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রাচীন জরথুস্ট্রিয়ান (ইরানি) নকশা এটিকে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে মনে করা হয়। “আমরা আমাদের পোশাক, শাল, দাম্পত্যের পোশাক, গহনা এবং মেহেদির ট্যাটু সাজানোর এই নকশা দেখে বড় হয়েছি।”

ব্রিটিশ নির্মাতারা 19 শতকে এই নকশাটি কপি করার চেষ্টা করেছিল। উইলিয়াম মুরক্রফ্ট, একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী, পেসলের কারখানাসহ ব্রিটেনে সস্তা ইমিটেশনের শাল তৈরিতে সহায়তা করার জন্য কাশ্মীর থেকে দক্ষতা অর্জন করে নিয়ে যান। নকশাটি সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ‘পেইসলি’-কে বিখ্যাত করে তোলে, কিন্তু আজ এই নকশার উত্স এবং এর দক্ষ কারিগরদের আরও ভালভাবে কৃতিত্ব দেওয়া উচিত।

রাক্ষস রাজা রাবণের মুখোশ

***পারফরম্যান্স অ্যান্ড লাইভস (Performance and Lives)* গ্যালারি, লেভেল 3**

দশ মাথাওয়ালা রাক্ষস রাজা রাবণের এই অত্যাশ্চর্য মুখোশটি নবরাত্রির উত্সবের সাথে জড়িত যা অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে নয় দিন ধরে উদযাপন করা হয়। উত্সবটিতে বিদ্বান্ কিন্তু দুষ্ট রাক্ষস রাজা রাবণ যিনি ভগবান রামের স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করেছিলেন তার বিপক্ষে রামের বিজয় উদযাপন করা হয়। রাবণের দশটি মাথা তার বুদ্ধিমত্তার প্রতিনিধিত্ব করে।

সমাজের একজন তরুণ সদস্য বলেন: “শেষ পর্যন্ত খারাপ লোকটিকে (রাবণ) হত্যা করা হয় এবং গ্রামের লোকেরা রাম ও সীতাকে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে সাহায্য করার জন্য তেলের প্রদীপ দিয়ে পথ আলোকিত করে।” এই কারণেই ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার লোকেরা নবরাত্রির শেষে আলোর উত্সব দীপাবলি উদযাপন করে।

নৃত্যের ঘুঙুর

***পারফরম্যান্স অ্যান্ড লাইভস (Performance and Lives)* গ্যালারি, লেভেল 3**

দক্ষিণ এশীয় নারীরা বহু শতাব্দী ধরে ঘুঙুর (anklets with bells) পরিধান করে আসছে, যা তাদের দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলেছে। এর 'ঝনঝন' আওয়াজ মনে করিয়ে দিত যে ঘরে মহিলা আছে। এটি স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বামীদের আকৃষ্ট করার একটি উপায় ছিল।

ঘুঙুরকে প্রত্যেক ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীর কাছে পবিত্র বলে মনে করা হয়, যারা কোনো পারফরম্যান্সের জন্য তাদের পায়ে বাঁধার আগে সেগুলির পূজা করত। কোনো শিশু বা নতুন নর্তক 50টি বেল দিয়ে শুরু করত এবং ধীরে ধীরে তারা পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে আরও বেল যোগ করতে এবং তাদের দক্ষতায় উন্নতি করতে পারত। সিলভার পায়েল,এই ঘুঙুরের একটি মসৃণ সংস্করণ, যা বর তার কনেকে মিলন এবং ভালবাসার প্রতীক হিসাবে উপহার দেয়।

মহারাজা দুলীপ সিংয়ের গহনা

***শৈল্পিক উত্তরাধিকার (Artistic Legacies)* গ্যালারি, লেভেল 5**

এই গহনাটি মহারাজা দুলীপ সিং-এর ছিল যিনি 1843 সালে পাঁচ বছর বয়সে শিখ সাম্রাজ্যের শেষ শাসক হয়েছিলেন। তিনি বিরল হীরা এবং পান্না নেকলেস, ব্রেসলেট, কানের দুল, আংটি এবং টিয়ারার একটি বড় ব্যক্তিগত সংগ্রহ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। এই গহনা সমস্ত ভারতীয়দের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যা তাদের তৈরি করা কারিগরদের অবিশ্বাস্য দক্ষতা প্রদর্শন করে, তবে এটি ব্রিটিশ শাসন এবং ভারতের ঔপনিবেশিকতা এবং তাদের সাথে ঘটে যাওয়া যুদ্ধ, দুর্দশা এবং শোষণেরও একটি স্মারক। দুলীপ সিংকে তার মায়ের কাছ থেকে ব্রিটেনে নিয়ে আসা হয়েছিল যখন তিনি 16 বছর বয়সে ব্রিটিশ রাজের অধীনে ছিলেন, যা তাকে তার শিখ এবং ভারতীয় পরিচয় থেকে বের করে নিয়েছিল।

যমের পোস্টার - পাপীর শাস্তি

***প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত (Inspired by Nature)* গ্যালারি, লেভেল 5**

মৃত্যুর হিন্দু প্রভুর এই 19 শতকের যমের পোস্টার, বাংলায় যার একটি ক্যাপশন রয়েছে যার অনুবাদ করা হয় পাপীর শাস্তি, হিসেবে বা, যমপুরীতে, যার অর্থ মৃত্যুর প্রাসাদে।

পোস্টারটিতে নরকে মৃত আত্মার দুর্দশা এবং যম (যমরাজ) এর সাথে একটি কেন্দ্রীয় প্যানেল দেখানো হয়েছে একজন ঋষি বা সাধুর মতো ব্যক্তি হিসাবে, তার সিংহাসনে বিচারের জন্য বসে আছেন। অন্যান্য প্যানেলগুলি দেখায় যে কীভাবে পাপীদের তাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে। পাপীদের তাদের কৃতকর্ম অনুসারে পুনর্জন্ম লাভের জন্য উপযুক্ত শাস্তির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। পুনর্জন্মের বিশ্বাস হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধদের মধ্যে বিদ্যমান।

ইউরোপীয় শ্রোতাদের জন্য, যমের পোস্টারটি ওল্ড টেস্টামেন্টে নরক এবং পার্গেটরির বর্ণনার প্রতিধ্বনি করে।

হিন্দুদের দেবী দুর্গা

***ভাস্কর্য ঐতিহ্য (Traditions in Sculpture)* গ্যালারি, লেভেল 5**

দেবী (goddess) দুর্গার এই সুন্দর ব্রোঞ্জ মূর্তিটিতে মহিষাসুরকে বধ করতে দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায়, দুর্গার অর্থ অগম্য বা দুর্গম। শিবের বাকি অর্ধেক, হিন্দুধর্মের প্রধান দেবতা, দেবী কেবলমাত্র তিন দেবী লক্ষ্মী, কালী এবং সরস্বতীর সম্মিলিত শক্তিকেই প্রতিনিধিত্ব করেন না বরং ঐশ্বরিক নারী শক্তিকে শক্তি, নামেও চিনিয়ে দেয়, যা তিনি অশুভ এবং দুষ্টতার নেতিবাচক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন।

দুর্গার উৎসব, দশেরা নামে পরিচিত, হিন্দুরা যেখানেই থাকে সেখানেই পালন করে। দেবতার বিশাল আকর্ষণীয় মূর্তিগুলি বিশেষজ্ঞ ভাস্করদের দ্বারা খোদাই করা এবং আঁকা হয়েছে যাতে দেখানো হয়েছে যে তিনি তার সিংহের উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন, রাক্ষসকে বধ করার জন্য প্রস্তুত লম্বা বর্শা ধরে আছেন।

সুরসুন্দরী পাথরের ভাস্কর্য

***ভাস্কর্য ঐতিহ্য (Traditions in Sculpture)* গ্যালারি, লেভেল 5**

এই পাথরের খোদাই করা ভাস্কর্যটি হল সুরসুন্দরী - সুন্দর আত্মা যাকে যক্ষিণী বলা হয় – এর অবস্থান মধ্য ভারতের মধ্য প্রদেশের খাজুরাহোর মন্দিরে। বিশ্বাস করা হয় যে যারা এই আত্মার কাছে প্রার্থনা করে তারা অনুগ্রহ বা পুরষ্কার পায়, উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা, কৃষি বা প্রেম-জীবনে সৌভাগ্য।

ভারতে পাথর খোদাই ঐতিহ্য বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ, যা পিতা থেকে পুত্রের হাতে দক্ষতা ছোঁয়া পেয়েছে।

খাজুরাহো মন্দিরের খোদাই করা ভাস্কর্যটিগুলি স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উপর প্রাচীন সংস্কৃত পাঠ এবং কামসূত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। খোদাই করা জিনিসের মাত্র দশ শতাংশ কামোত্তেজক প্রকৃতির, এবং বাকিগুলো দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রতিফলন করে বা পাঠ্যের বর্ণনা অনুযায়ী সুস্থ জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়।

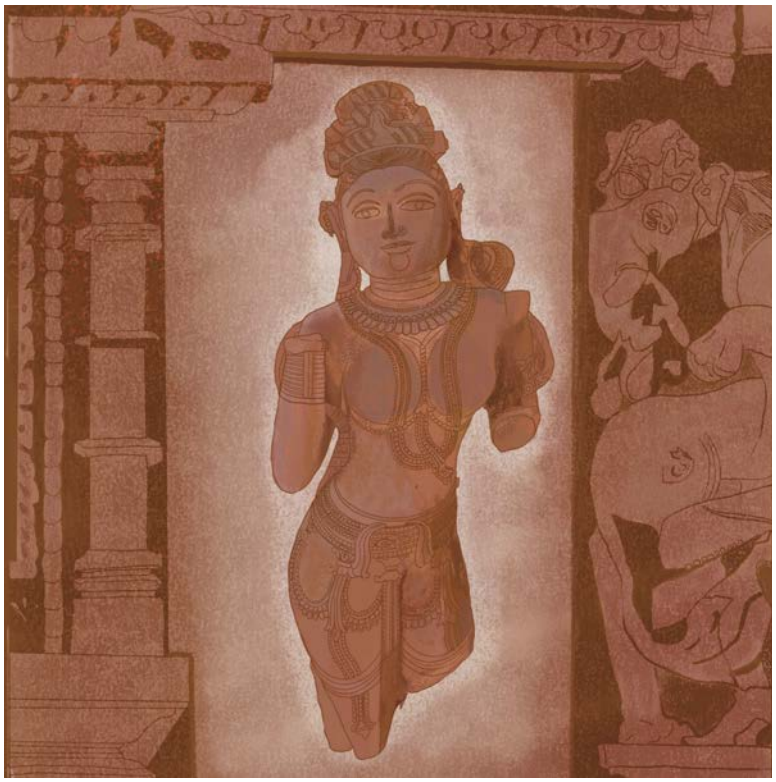

ন্যাশনাল মিউজিয়াম স্কটল্যান্ডের স্টাফ এবং ন্যান্সি ম্যাসি চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সহায়তায় দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটি সংস্থা নেটওয়ার্কিং কী সার্ভিসেস (এনকেএস) এর সদস্যরা ট্রেইলটি কিউরেট করেছে এবং লিখেছে।

National Museum of Scotland

Illustrations © Malini Chakrabarty

ন্যাশনাল মিউজিয়াম স্কটল্যান্ড, স্কটিশ চ্যারিটি SC011130